হরিণাকুণ্ডুতে সরকারি জমি দখল!

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার টাওয়ার পাড়া এলাকায় সরকারি ৯৬ শতক জমি জাল দলিলের মাধ্যমে দখল করে নিয়েছে একটি প্রভাবশালী ভূমিদস্যু চক্র। অভিযোগ রয়েছে, মৃত আফজাল হোসেনের ছেলে শিমুল হোসেন ও তার সহযোগীরা এ জমি দখল করে নিয়েছেন।

তথ্য অনুসন্ধানে জানা গেছে, হরিণাকুকুণ্ডু মৌজার ১০৯ ও ৮১ নম্বর খতিয়ানের ৯২২ নম্বর দাগে অবস্থিত ওই জমির মধ্যে ৫২ শতক জায়গায় একসময় একটি দাতব্য চিকিৎসালয় পরিচালিত হতো। স্থানীয় প্রবীণদের মতে, ১৯৯০ সালের আগে পর্যন্ত সরকারি চিকিৎসক সেখানে বসতেন এবং এলাকাবাসীকে চিকিৎসা সেবা দিতেন।

পরে উপজেলা সদরে নতুন হাসপাতাল স্থাপিত হলে পুরনো ভবনটি বন্ধ হয়ে যায় এবং তা জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ১৯৯০ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের এক সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত হয়, পরিত্যক্ত ওই ভবনটি হরিণাকুন্ডু লালন শাহ কলেজের ছাত্রাবাস হিসেবে ব্যবহৃত হবে। সেখানে একটি রেজুলেশনের মাধ্যমে সিন্ধান্ত নেওয়া হয়। সেই সভায় জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, এসিল্যান্ডসহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। কয়েক বছর কলেজ শিক্ষার্থীরা ছাত্রাবাস হিসেবে ভবনটি ব্যবহারও করেছেন। তবে পরবর্তীতে ভবনটি পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে।

এমন পরিস্থিতিতে অভিযোগ উঠেছে, স্থানীয় বদর আলী নামের এক ব্যক্তি ওই জমির ওপর নজর দেন এবং জাল দলিল তৈরি করে জমিটির মালিকানা দাবি করে আদালতে মামলা দায়ের করেন। বদর আলীর মৃত্যুর পর মামলা চালান তার ছেলে আফজাল হোসেন। পরে তার মৃত্যুতেও মামলা চালিয়ে যাচ্ছেন আফজালের ছেলে শিমুল হোসেন। আদালতের একতরফা রায় দেখিয়ে বর্তমানে তারা জমিটি দখলে নিয়েছেন বলে অভিযোগ।

এলাকার বাসিন্দারা বলছেন, যেখানে সবার চোখের সামনে সরকারি চিকিৎসালয় ও কলেজের ছাত্রাবাস পরিচালিত হয়েছে, সেখানে হঠাৎ করে কেউ কাগজ দেখিয়ে ব্যক্তিমালিকানা দাবি করতে পারে এটা অবিশ্বাস্য।

স্থানীয় মিজানুর রহমান বলেন, “আমরা নিজের চোখে দেখেছি এখানে চিকিৎসক বসতেন, রোগী দেখা হতো। পরে কলেজ ছাত্ররা থেকেছে। এখন কেউ কাগজ দেখিয়ে বলছে এটা তাদের জমি, এটা কীভাবে সম্ভব?”

শফি উদ্দিন নামে আরেকজন বলেন, “হাসপাতাল চলে যাওয়ার পর ভবনটি হোস্টেল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এখনও দালানের দরজায় ‘কলেজ হোস্টেল’ লেখা রয়েছে। তাহলে এই সম্পত্তি তাদের হলো কীভাবে? সরকার পরিবর্তনের সুযোগে তারা ভুয়া কাগজ দিয়ে আদালতে নিজেদের পক্ষে রায় নিয়েছে। এখন জমি দখল করে নিয়েছে।”

মেহের আলী নামের একজন বাসিন্দা বলেন, “পুরনো সিএস রেকর্ডে অমূল্য কুমার জোয়াদার নামে এক ব্যক্তির নাম রয়েছে। আর নতুন আরএস রেকর্ডে জমিটি কলেজের হোস্টেল ও ডোবা হিসেবে উল্লেখ আছে। যাদের নামে কোনো রেকর্ড নেই, তারাই এখন বলে জমি কিনেছে! যদি কিনেই থাকে, তাহলে রেকর্ডে তাদের নাম নেই কেন? আমরা চাই সরকারি সম্পত্তি সরকারের দখলেই থাকুক।”

এ বিষয়ে অভিযুক্ত শিমুল হোসেন বলেন, “আমাদের সকল বৈধ কাগজ আছে বলেই তো আদালত আমাদের পক্ষে রায় দিয়েছে।” তবে তাদের কাছে দলিল দেখতে চাইলে বলেন, দলিল আদালতে জমা আছে। কোন ফটোকপিও তাদের কাছে নেই।

জমির বিষয়টি নিয়ে হরিণাকুন্ডু সরকারি লালন শাহ কলেজের অধ্যক্ষ মো. শরিফুজ্জামান বলেন, “বিষয়টি জানার পর কলেজের পক্ষ থেকে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আমরা জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপিল করব। এ নিয়ে কাজ চলমান রয়েছে।”

মেহেরপুর সরকারি হাসপাতাল পরিদর্শনে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার বলেছেন, মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসক সঙ্কট, জনবল সঙ্কট রয়েেছে এবং একই চিত্র সারা বাংলাদেশেরই। বিদ্যমান অবস্থায় সমন্বিত চেষ্টায় যাতে স্থানীয়রা ভালো চিকিৎসসেবা পান এ লক্ষ্যে আমি সকলের সাথে কথা বলেছি। আমি চাই হাসপাতালে পরিবেশটা অন্ততপক্ষে সুন্দর থাক । কারণ

হাসপাতালে পরিবেশ সুন্দর না থাকলে একজন রোগীর সাথে সুস্থ মানুষও অসুস্থ হয়ে পড়বে।

আজ শুক্রবার (৩০ মে) সকালে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতাল পরিদর্শন করে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি।

মনির হায়দার বলেন, “সরকারের লক্ষ্য হলো প্রতিটি মানুষ যেন স্থানীয় পর্যায়ে উন্নত চিকিৎসাসেবা পায়। এই পরিদর্শনের মাধ্যমে হাসপাতালের সেবার মান উন্নয়নের প্রয়োজনীয় দিকগুলো চিহ্নিত করা হচ্ছে। এখানে যারা কর্তৃপক্ষ আছে তাদের সাথে কথা বলেছি তাদেরকে হাসপাতালের পরিবেশ টা যেন সুন্দর থাকে এবং সুইপারদেরকে নিয়মিত দিনে একবার যেন আবর্জনা গুলো ফেলে দেয় সেগুলোর ব্যপারে কথা হয়েছে। তাহলে কিছুটা পরিবেশ সুন্দর হবে। এটি পৌরসভার কাজ এই হাসপাতালে মাত্র দুইজন সুইপার নিয়োজিত। এই দুইজনের পক্ষে এত বড় একটি হাসপাতাল পরিষ্কার করা সম্ভব না । আমরা চেষ্টা করছি কিভাবে এই সংকট দূর করা যায়। আমি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেছি এই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কিভাবে তারা সমন্বিত প্রচেষ্টায় পরিবেশ সুন্দর রাখার কাজটি চালিয়ে যেতে পারে সেটা যেন করে।

খুলনা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার মো. ফিরোজ আহমেদ, মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ, পুলিশ সুপার মাকসুদা খানম, সিভিল সার্জন এ.কে.এম. আবু সাঈদ এবং হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. শাহরিয়া শায়লা জাহান পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন।
তিনি হাসপাতালের বহির্বিভাগ, জরুরি বিভাগ, ওয়ার্ডসমূহ, ওষুধ বিতরণ কেন্দ্র এবং রোগীদের অবস্থা ঘুরে দেখেন। রোগীদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সেবার অভিজ্ঞতা জানেন এবং চিকিৎসকদের কাছ থেকে হাসপাতালের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা নেন।

মেহেরপুরের সাহেবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মা সমাবেশ

“শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড” এই অঙ্গীকারকে সামনে রেখে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং শিক্ষার্থীদের ঝরেপড়া রোধে মেহেরপুরের

সাহেবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এক সচেতনতামূলক “মা সমাবেশ” অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. সাজেদুল হক।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য ও সার্বিক কার্যক্রম তুলে ধরেন প্রোগ্রাম ম্যানেজার কাজল রেখা। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মিনারুল ইসলাম ও জাহানারা খাতুন। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের পিটিএ কমিটির সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

সমাবেশে বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণির শিক্ষার্থী ও তাঁদের মায়েরা অংশগ্রহণ করেন।

সমাবেশের মূল উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার্থীদের নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করা, পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি এবং বিশেষ করে মায়েদের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বাড়ানো।

প্রোগ্রাম ম্যানেজার কাজল রেখা বলেন, “একজন শিশুর প্রথম শিক্ষক হচ্ছেন তার মা। তাই শিক্ষার ভিত্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মায়েদের ভূমিকা অপরিহার্য। যদি মা সচেতন হন, তাহলে তার সন্তান কখনোই ঝরে পড়বে না বরং পড়াশোনার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবে।”

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক মিনারুল ইসলাম বলেন, “বর্তমানে বিভিন্ন কারণে শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে অনিয়মিত হচ্ছে। এর পেছনে পারিবারিক উদাসীনতা, সচেতনতার অভাব এবং দারিদ্র্য অন্যতম কারণ। তবে যদি অভিভাবকদের—বিশেষ করে মায়েদের শিক্ষাবান্ধব করে তোলা যায়, তাহলে এই অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব।”

সভাপতির বক্তব্যে প্রধান শিক্ষক মো. সাজেদুল হক বলেন, “আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, যেন বিদ্যালয় থেকে কোনো শিক্ষার্থী ঝরে না পড়ে। এ লক্ষ্যে অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে, আর এই সমাবেশ তারই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।”

সমাবেশে অংশ নেওয়া মায়েরা তাঁদের মতামত তুলে ধরেন এবং সন্তানের পড়াশোনার প্রতি আরও যত্নবান হওয়ার অঙ্গীকার করেন। অনেকেই জানান, আগে তাঁরা বিদ্যালয়ের বিষয়ে তেমন মনোযোগী ছিলেন না, তবে এখন থেকে নিয়মিত সন্তানের খোঁজখবর রাখবেন।

সরকারি চাকরি বিধি লঙ্ঘন করে রাজনীতিতে চঞ্চল!

সরকারি কর্মচারী আচরণবিধি লঙ্ঘন করে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে জড়ালেন জহির হোসেন চঞ্চল। তিনি মুজিবনগর সরকারি কলেজের গণিত বিভাগের একজন প্রভাষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন এবং চলতি বছরের ৩০ মার্চ তিনি প্রাক-নিয়মিত অবসর (পিআরএল) গ্রহণ করেন। পিআরএলে যাওয়ার মাত্র দুই মাসের মাথায় তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর আমঝুপি ইউনিয়ন শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন।

গতকাল মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়ন বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় উত্তরাপাড়া গন্ধরাজপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে।

সরকারি কর্মচারী আচরণবিধিমালা ১৯৭৯-এর ২৫(১) ধারায় বলা হয়েছে, কোনো সরকারি কর্মচারী রাজনৈতিক দলের সদস্য হতে বা কোনোভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। এছাড়া ৩২ নম্বর ধারায় উল্লেখ রয়েছে, এই বিধিমালার কোনো ধারা লঙ্ঘন শৃঙ্খলাভঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এ জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

এ বিষয়ে জহির হোসেন চঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, “আমি ২০২৫ সালের ৩০ মার্চ অবসরে গিয়েছি। যেহেতু অবসরে আছি, তাই রাজনীতিতে অংশ নিচ্ছি। তবে চাকরি বিধি লঙ্ঘিত হচ্ছে কিনা, সেটা ভেবে দেখিনি।”

উপজেলা পর্যায়ের এক প্রশাসনিক কর্মকর্তা জানান, পিআরএল শেষ না হওয়া পর্যন্ত যেকোনো সরকারি কর্মচারীকে সরকারি চাকরি বিধি মেনে চলতে হয়। সে হিসেবে, পিআরএল চলাকালীন রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বিধি লঙ্ঘনের শামিল এবং এর জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

মুজিবনগর সরকারি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ইসমাইল হোসেন বলেন, “পিআরএলে থাকাকালীন রাজনীতিতে অংশ নেওয়ায় কোনো বাধা নেই। আগে

আরপিএল থাকাকালে এই বিধিনিষেধ প্রযোজ্য ছিল।”

তবে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন বলেন, “পিআরএলে থাকা অবস্থায় একজন সরকারি কর্মচারী সরকারি সব সুযোগ-সুবিধা পান। তাই ওই সময় কেউ রাজনীতিতে অংশ নিতে পারেন না।”

আমঝুপিতে সরকারি বই বিক্রির প্রতিবাদ ও মউকের নির্বাহীকে গ্রেফতারের দাবিতে মানববন্ধন

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপির বেসরকারি সংগঠন মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর বিরুদ্ধে সরকারি বই বিক্রির অভিযোগ ও ৪৮ ঘন্টার মধ্যে প্রতিষ্ঠান প্রধানের গ্রেফতারের দাবিতে মানববন্ধন করেছে আমঝুপির ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ও সুশীল সমাজ।

আজ মঙ্গলবার (২০ই মে) সকালে আমঝুপি বাজারে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে সদর উপজেলার শিক্ষক কমিটির সভাপতি ফয়জুল কবির, আমঝুপি আইডিয়াল স্কুলের প্রধান শিক্ষক মারুফ আহমেদ, সহকারী প্রধান শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি আঃ রাজ্জাক, ছাত্র সমাজের প্রতিনিধি ফজলে রাব্বী, অভিভাবক এর পক্ষে তারিখ, আশিক, নাহিদ , নাছিমসহ স্থানীয় শিক্ষার্থী ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, তৃণমূল মডেল একাডেমী ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পের নতুন বই নিয়মবহির্ভূত ভাবে বিক্রয়, মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) শিক্ষা প্রকল্পের অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলে ধরেন।

বক্তারা বলেন, মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) যে বিচার করে তার কোন অধিকার তাদের নেই। বিচারের নামে তারা অর্থ আত্মসাৎ করে। তার কোন আইনি বৈধতা আছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

তারা মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) এর নির্বাহী প্রধানকে অতিসত্বর গ্রেপ্তারের দাবি জানান, তা না হলে আগামীতে বৃহৎ পরিসরে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন।

শৈলকুপায় সরকারি গাছ কেটে নিলো বিএনপি নেতা!

ঝিনাইদহের শৈলকুপা উপজেলার সারুটিয়া ইউনিয়নে প্রকাশ্যে সরকারি জায়গার গাছ কেটে নিয়েছে স্থানীয় এক বিএনপি নেতা।

গতকাল শনিবার সকালে কাতলাগাড়ী-লাঙ্গলবাধ সড়কে কাতলাগাড়ী বালিকা বিদ্যালয়ের জিচে সেচ খালের পাড়ের মেহগনি গাছ কেটে নিয়েছে। অভিযোগ উঠেছে শৈলকুপার সারুটিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম বাবলু ও তার ভাই পল্টু এবং চাচা শৈলকুপা নাগরিক কমিটির সভাপতি আব্দুল মজিদ মাস্টার গাছটি কেটে নিয়েছে।

সকালে ঘটনার সংবাদ সংগ্রহে গেলে শৈলকুপা প্রেসক্লাবের সদস্য রাজিব মাহমুদকে গালিগালাজ ও ভয়ভীতি প্রদর্শন করা হয়। তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করারও চেষ্টা করে অভিযুক্তরা।

এ বিষয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের ওই এলাকার দ্বায়িত্বে থাকা কার্যসহকারী রশীদ হোসেন বলেন, “যদি গাছটি তাদের জায়গায় হয়ে থাকে, তাহলে তা কাটতে পারবে। তাছাড়া সরকারি জায়গার গাছ কাটার কোন অধিকার নেই। গাছ কাটলে আমি আমার অফিসকে জানাবো। তারা তাদের মত ব্যবস্থা নিবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কাতলাগাড়ী বাজারের এক ব্যবসায়ী বলেন, দিনের আলোয় সরকারি জায়গা থেকে গাছ কেটে নেওয়ার মতো ঘটনা ঘটলেও প্রশাসন নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। এই বাবলু এলাকায় এর আগেও এমন কাজ করেছে। সকালে পুলিশ এসেছিলো কিন্তু তারাও গাছ কাটা বন্ধ করতে পারেনি।

এ ব্যাপারে শৈলকুপা থানার ওসি মাসুম খান ও কাতলাগাড়ী পুলিশ

ক্যাম্পের এ এস আই রবিউল ইসলামকে একাধিকার ফোন দেওয়া হলেও তারা ফোন রিসিভ করেন নি।

অভিযোগের বিষয়ে বিএনপি নেতা বাবুল বলেন, গাছটি আমাদের লাগানো। আর পানি উন্নয়ন বোর্ড আমাদের গাছ কাটার অনুমতি দিয়েছে বলেই কেটেছি।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ পানি উন্নয়ন বোর্ডের উপ-সহকারী প্রকৌশলী কাজী মহসীন উদ্দিন বলেন, আমাদের জায়গার গাছ আমরা কি করে কাটার অনুমতি দিব। উনারা আমাদের কাছ থেকে কোন অনুমতি নেয়নি। পানি উন্নয়ন বোর্ডের গাছ কেটে নিলে আমরা তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করব।

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে অভিভাবক সমাবেশ

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে অভিভাবক সমাবেশের দ্বিতীয় দিনে শিক্ষাব্যবস্থার বিভিন্ন সংকট ও তা উত্তরণের উপায় নিয়ে কথা বলেছেন অধ্যক্ষ প্রফেসর আবদুল্লাহ আল আমিন।

তিনি বলেন, “প্রাইভেট-টিউশন ও কোচিং নির্ভরতা, অভিভাবকদের পরিচর্যা ও তদারকির অভাব, শিক্ষার্থীদের ক্লাসে অনুপস্থিতি, প্রযুক্তি আসক্তি এবং পাঠ্যক্রম বহির্ভূত বই পাঠে অনীহা আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে গভীর সংকটে ফেলেছে।”

তিনি আরও বলেন, “শিক্ষার্থীদের নৈতিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে পরিবারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বর্তমান অস্থির সময়ে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে অভিভাবকদের আরও সক্রিয় হতে হবে।”

অভিভাবক সমাবেশের দ্বিতীয় দিনে উপস্থিত ছিলেন, শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক আবদুল হামিদ, সহযোগী অধ্যাপক কাজী আশরাফুল আলম, মিরাজ উদ্দিন, সহকারী অধ্যাপক তবিবুর রহমান, প্রভাষক রূপালী বিশ্বাস, ইকরামুল হাসান, শামীমা খাতুন এবং খাইরুল ইসলাম।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক নাসির উদ্দিনের সঞ্চালনায়

অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে অভিভাবকরাও বিভিন্ন বিষয়ে মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেন। তারা প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, পাঠদান পদ্ধতি, তদারকি ও পরিবীক্ষণ বিষয়ে মূল্যবান মতামত তুলে ধরেন।
অংশগ্রহণকারী অভিভাবকদের মধ্যে ছিলেন বায়েজিদ বোস্তামি, আতিয়ার রহমান, অচিন্ত্য সরকার, রেজাউল করিম রেজা, ওয়াহেদ মুরাদ, শামসুল আলম, সাহারুল ইসলাম, আমিনুল ইসলাম ও অনন্যা আক্তার পান্না।

আমাদের শিক্ষার্থীদের মধ্যে অধিকাংশই ক্লাস বিমুখ- অধ্যক্ষ আবদুল্লাহ আল-আমিন

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর আবদুল্লাহ আল-আমিন বলেছে, সারা দেশেই শিক্ষার্থীদের ক্লাসে উপস্থিতির হার কমছে। প্রশ্ন হচ্ছে, শুধু বাড়িতে পড়ে কি একজন শিক্ষার্থী পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারে? আমরা সব সমস্যার সমাধান করতে পারবো না। অভিভাবকগণ হচ্ছেন শিক্ষার্থীদের প্রথম বিদ্যালয়, যেখানে তারা নিয়মানুবর্তিতা, শৃঙ্খলা ও পাঠ্যাভ্যাস শেখে।

এই কারণেই, আমরা আপনাদের সহযোগিতা চাই আপনারা শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ক্লাসে পাঠানোর জন্য সচেষ্ট হবেন।

সোমবার সকালে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে অনুষ্ঠিত এক অভিভাবক সমাবেশে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

আবদুল্লাহ আল-আমিন আরো বলেন, আমরা একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি: আমাদের বার্ষিক পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হবে, শুধুমাত্র তাদেরই দ্বাদশ শ্রেণিতে উত্তীর্ণ করা হবে। এখন যদি আপনারা এই প্রক্রিয়ায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন, তাহলে আমাদের পক্ষে এগিয়ে যাওয়া কঠিন হবে।

আপনাদের অনেকের বিভিন্ন ধরনের শক্তি রয়েছে কাউকে প্রশাসনিক

শক্তি, কাউকে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক শক্তি, আবার কারো কারো লোকবল রয়েছে। এসবের সম্মুখীন হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

আপনাদের সন্তানদের স্বার্থেই অনুরোধ করছি আপনারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিন। আপনার সন্তান যদি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহলে সে পরবর্তী শ্রেণিতে যাবে; আর যদি না হয়, তাহলে তাকে বর্তমান শ্রেণিতেই পুনরায় অধ্যয়ন করতে হবে।

অভিভাবক সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন সহযোগী অধ্যাপক কাজী আশরাফুল আলম, মিরাজ উদ্দিন, সহকারী অধ্যাপক সাদিয়া ইসলাম, প্রভাষক রূপালী বিশ্বাস, ইকরামুল হাসান, খাইরুল ইসলাম, মেহেদী হাসান প্রমুখ।

কমিউনিটি পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, শিক্ষার মানোন্নয়ন, কলেজ পরিচালনায় অভিভাবকদের মতামত গ্রহণের লক্ষ্যে কলেজ মিলনায়তনে এ অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় অভিভাবকদের মধ্যে তৌহিদ মুর্শেদ অতুল, দাউদ আলী, ফরহাদুর রেজা, হালিমা খাতুন, শাহনাজ আকতার, জহিরুল ইসলাম, সুধারাণী রায়, আবদুল মাবুদ নান্নু, জয়া সরকার, সাহাজুল ইসলামসহ শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে বর্ষবরণ উদযাপন

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে বর্ষবরণ উদযাপন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সকাল ৯ ঘটিকার সময় মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ ক্যাম্পাসে শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রী সকলে মিলে বাঙালির ইতিহাস ঐতিহ্য নিয়ে আলোচনা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বর্ষবরণ উদযাপিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ মহোদয়ের স্বাগত বক্তব্যর মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এবং আজকে বাঙালির শত বছরের ইতিহাস হতে ফুটিয়ে তুলতে প্রতিষ্ঠানের

শিক্ষার্থীরা সেজেছেন নানা সাজে। তবে এ সাজ বাঙালির ইতিহাস ঐতিহ্যের নিদর্শন স্বরূপ করেছেন শাড়ি।

এবং এবং শিক্ষার্থীদের গান কবিতা এবং পহেলা বৈশাখ কে ঘিরে বিভিন্ন নিত্য পরিদর্শন করে দিনটি উদযাপন করেন।

এ সময় মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ সহ সকল প্রফেসর কর্মচারী কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে স্কুল শিক্ষকের বিরুদ্ধে সরকারি গাছ কাটার অভিযোগ

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার ২নং মধুহাটি ইউনিয়নের চোরকোল গ্রামের পূর্বপাড়ায় রাস্তার পাশের প্রায় অর্ধলাখ টাকা মূল্যের একটি সরকারি গাছ কেটে বিক্রি করেছেন মামুন মল্লিক (৪০) নামে এক স্কুল শিক্ষক। তিনি ওই গ্রামের মৃত আব্দুল খালেকের ছেলে এবং সদর উপজেলার ১৬নং চন্ডীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক।

সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, এলজিইডি’র (স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর) আওতায় নির্মিত সড়কের পাশে থাকা একটি বড় কড়াই গাছ কেটে বিক্রি করা হয়েছে। জানা গেছে, মামুন মল্লিক বন বিভাগ বা এলজিইডি থেকে কোনো অনুমতি না নিয়েই গাছটি কেটে ফেলেন। স্থানীয়রা বাধা দিলেও তিনি তাদের কথায় কর্ণপাত না করে গাছটি কেটে এক ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দেন।

গ্রামবাসীরা জানান, পবিত্র ঈদুল ফিতরের ছুটির সুযোগ কাজে লাগিয়ে মামুন মল্লিক গাছটি কেটে ফেলেন। গাছটির বাজারমূল্য আনুমানিক অর্ধলাখ টাকা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক স্থানীয় ব্যক্তি জানান, মামুন মল্লিক শুধু সরকারি গাছই নয়, সম্প্রতি একই গ্রামের গোলজার হোসেনের পৈত্রিক জমি থেকে প্রভাব খাটিয়ে জোরপূর্বক ৫০ হাজার

টাকা মূল্যের একটি কড়াই গাছও কেটে নিয়েছেন। গোলজার হোসেন মামুনের ভয়ে এ বিষয়ে কোনো অভিযোগ করতে সাহস পাননি।

এমন কর্মকাণ্ডে স্থানীয়দের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ বিরাজ করছে। সচেতন মহলের প্রশ্ন একজন শিক্ষক হয়ে কীভাবে সরকারি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন জমির গাছ কেটে নেওয়া যায়?

স্থানীয় বাজার গোপালপুর পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই মাজহারুল ইসলাম জানান, “৪ এপ্রিল সকালে এসিল্যান্ড স্যারের মাধ্যমে জানতে পারি যে চোরকোল গ্রামের মামুন মল্লিক সরকারী গাছ কেটে নিচ্ছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গেলে তিনি আমার কোনো কথায় কর্ণপাত না করে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন এবং বলেন, ‘আপনি কি আগের পুলিশ? কিসের এসিল্যান্ড? তাকে ফোন দেন, আমি কথা বলবো।’

এ বিষয়ে মামুন মল্লিকের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি এক সাংবাদিকের আত্মীয় পরিচয় দিয়ে বলেন, “আমি আমার পৈত্রিক জমি থেকে গাছ কেটেছি, এটি সরকারি রাস্তার গাছ নয়।” এরপর তিনি ফোনটি কেটে দেন।

এ বিষয়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস জানান, “সরকারি গাছ কেটে নেওয়া বা বিক্রি করার কোনো সুযোগ নেই। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।”